বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।

ব্রহ্মচর্য্য কি?
বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।...........পাতঞ্জল দর্শন
বীর্য্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার উপায়কে ব্রহ্মচর্য্য বলে। শুক্রই শরীররক্ষার মূল নিদান। এই কথার বিশেষ উল্লেখ আছে।
আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথা----
"শুক্রবতেজে হিডম করিজ উপা বল, সমস্ত শক্তি রসাপ্রক্তং ততো মাংসং মাংসাম্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোহস্থি ততো মজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রসম্ভবঃ। শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্। গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ। ওজস্ব তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্বতম্। হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্।"..............................সুশ্রুত সংহিতা
অর্থাৎ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ,
মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং বল-পুষ্টিকারক, উহা গর্ভের বীজস্বরূপ, শরীরের সার এবং জীবের জীবনের প্রধান আশ্রয়। রস হইতে শুক্র পর্যন্ত সপ্তধাতুর তেজকে ওজঃ বলে। হৃদয় ইহার প্রধান আধার হইলেও ইহা সর্ব্ব-শরীরব্যাপী এবং শরীররক্ষার প্রধান সাধন।.............................সুশ্রুত সংহিতা
শুক্র নষ্ট হইলে ওজঃ ধাতু বিনিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ শুক্রই ওজঃস্বরূপ অষ্টম ধাতুর আশ্রয়স্থল। ওজঃপদার্থ ব্রহ্ম-তেজ বলিয়া প্রখ্যাত।
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ওজঃপদার্থকে হিউম্যান ম্যাগ্নেটিজিম্ (Human magnetism) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতেও ইহা দেহরক্ষার একমাত্র উপাদান। ইহার অভাব হইলে মানুষের সৌন্দর্য্য, দৈহিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই দেহ যক্ষ্মা, প্রমেহ,শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি বহুবিধ রোগের নিলয় হইয়া পড়ে এবংসর্ব্বপ্রকার কার্য্যে উদাসীন ও জড়ের ন্যায় হইয়া অল্পকালের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।
পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ফ্যারেট লিখিয়াছেন-Debility of intellect and especially of the memory characterises the mental alienation of the licentious. অতএব যে কোন কর্তৃ করিতে হইলে দেহরক্ষার প্রয়োজন-দেহরক্ষা করিতে হইলে বীর্য্যরক্ষা বা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের বিশেষ প্রয়োজন।
পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পুত্রগণকে নবম বৎসরে উপনীত ও ব্রহ্মচর্য্যধর্মাবলম্বী করিয়া গুরুসকাশে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিতেন। যে ব্যক্তির বীর্য্য একবার দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ভাবনা কি? কেবল পুত্রোৎপাদনজন্য যে সামান্য ব্যয়; তাহাও ইচ্ছাধীন। কিন্তু সে দিন গিয়াছে। এখন কু-শিক্ষায়, কু-আচরণে বিদ্যালয়ের বালক পর্য্যন্ত শুক্রব্যয়ী। বালক হইতে প্রৌঢ় পর্যন্ত সকলেই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য বৈধ এবং

অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয় করিয়া জীবনের সুখ নষ্ট করিয়া বজ্রদগ্ধ তরুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে এবং তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ আরও নির্বীর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে নানাবিধ দুর্জয় রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

ন তপস্তপ ইত্যাহত্র স্বচর্য্যৎ তপোত্তমম্।

উর্দ্ধরেতো ভবেদ যজ্ঞ স দেবো ন তু মানুষঃ।।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য= বীর্য্যধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা।

যিনি এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উর্ধ্বরেতা হইয়াছেন, তিনিই মনুষ্য নামে প্রকৃত দেবতা। যিনি ঊর্ধ্বরেতা, মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন-বীরত্ব তাঁহার করায়ত্ত। ইচ্ছা করিলে শুক্রের উর্ধ্ব গমনে তিনি এই জন্য ভীষ্ম, পরশুরাম তিনি অদ্ভুত সাধন করিতে পারেন। অতুলানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। জগজ্জয়ী বীর ছিলেন, এই জন্য মহাশক্তিশালী ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার জন্য রামানুজ লক্ষ্মণকে চতুৰ্দ্দশ বৎসর ব্যাপিয়া বীর্য্যধারণ করিতে হইয়াছিল।

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহভাষণং।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায় ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।

এতমৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।

কামপ্রবৃত্তিসহকারে রতিবিষয়ক কথা শ্রবণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যভাষণ, সকল্প, তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি-মৈথুনের এই অষ্ট অঙ্গ; ইহার বিপরীত কৰ্ম্মকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার উপদেশ এই যে,

বিপরীত বৃত্তির উত্থাপনক্রমে এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়।ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ।.............-পাতঞ্জল দর্শন

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্য সঞ্চিত হইলে মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই মহতী ইচ্ছাশক্তির বলে মনের একাগ্রতা সাধন সহজ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের বলে নরদেহে ব্রহ্মণ্য ও নারীদেহে সতীত্বের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পাঠক। এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য কি এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে হিন্দুদিগের এবং হিন্দুর দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজস্থ মনুষ্য-জীবনের চারটি বিভাগ ছিল।

১ম-ব্রহ্মচর্য্য= এই পর্যায়ে গুরুর সান্নিধ্যে থেকে ব্রহ্মচারীরা বেদ, জ্ঞান, বিদ্যা অর্জন এবং ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করেন । এটি পরবর্তী জীবনের (গৃহস্থ, ইত্যাদি) জন্য ভিত্তি স্থাপন করে ।

২য়-গার্হস্থ্য,

৩য়-বানপ্রন্থ,

৪র্থ-সন্ধ্যাস।

কিন্তু বর্তমানে এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবে অন্যগুলি অকৰ্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

মূল ছেদন করিলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ফল-মূলের যেরূপ অবস্থা হয়, হিন্দুসমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমই সকল আশ্রমের ভিত্তি।

তাই গৃহস্থাশ্রম বলিলে এক্ষণে ভোজনালয় ও শয়নালয় ভিন্ন কোন পবিত্র ভাবের

Published on: Feb, 12 2026 18:41

কথা মনে পড়ে না।

যদি মনুষ্যজীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে চাও, যদি প্রকৃত শারীরিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে চাও, তবে পুত্র-পৌত্রগণকে বাল্যকালে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনকরাও।

কিরূপ নিয়ম-সংযমে থাকিলে ব্রহ্মচর্য্য সাধিত হয়, শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ সংযমে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম গঠিত। অগ্রে শারীরিক অর্থাৎ বাহ্যিক নিয়ম-সংযমের পদ্ধতি আলোচনা জানা উচিত ।

Published on: Feb, 12 2026 18:41